দৈনিক সংবাদ

029

তারিখ 21 JAN 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

প্রসংগঃ উচ্চ শিক্ষায় সরকারী বৃত্তি

শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সহযোগিতার লক্ষ্যে সম্পাদিত চুক্তির অধীনে প্রতিবছর সরকার বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশেষ করে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে (এম এস এবং পিএইচডি) বেশ কিছু বৃত্তি প্রদান করে থাকে। তাছাড়াও কমনওয়েলথ দেশসমূহেও প্রতিবৎসর বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কিছু বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এ্যাপ্লাইড বিষয়সমূহে বৃত্তি প্রদান করা হয় যাতে এসব বিষয়ে দক্ষ বিজ্ঞানী বা বিশেষজ্ঞ গড়ে তোলার মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা যায়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণ, আহরণ, উন্নয়ন এবং গবেষণার লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষা (স্নাতক সম্মানসহ স্নাতকোত্তর) দানকারী দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্র বিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীরা সরকারের এই সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। যদিও এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ এ্যাপ্লাইড বিষয়।

বাংলাদেশ সমুদ্র উপকূলবর্তী একটি উন্নয়নশীল দেশ যদিও এর রয়েছে সম্ভাবনাময় বিপুল সমুদ্র সম্পদ। সমুদ্র এবং সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে যদিও এই খাতটি এখনও বেশ অবহেলিত। শুধু মাত্র সমুদ্র উপকূলীয় এলাকাকে (৪ লাখ ৫২ হাজার একর) কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক চিংড়ি চাষের মাধ্যমে (একর প্রতি উৎপাদন কমপক্ষে ২৫ মণ) বছরে কমপক্ষে দশ হাজার কোটি টাকা আয় করা সম্ভব। তাই অন্ততঃ এই দিকগুলো বিবেচনা করে দেশে দক্ষ বিজ্ঞানী গড়ে তুলতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমুদ্র বিজ্ঞান (ফিল্ড ওরিয়েন্টেড) বিষয়ের উপর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য সরকারী বৃত্তি প্রদান করা হোক।

মোহাম্মদ শরীফ বাদল,
সমুদ্র বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।